দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১০.১.৪২ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ২ ...

005

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে গন্ডগোল

(স্টাফ রিপোর্টার)

কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে গতকাল দুপুরে এক দারুণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। একদল তরুণ স্কুলের অফিস কক্ষের কিছু দরজা জানালার ক্ষতিসাধন করে। এই হট্টগোলে স্কুলের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায় এবং নীচের ক্লাসের শিশু ছাত্রছাত্রীরা আতংকিত হয়ে পড়ে। এরা প্রাণভয়ে অভিভাবকহীন অবস্থায় বাড়ির পথে দৌড়াতে থাকে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল সোসাইটির চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হট্টগোল বাধে বলে জানা গেছে।

এব্যাপারে স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী আর বি সাহা ও সোসাইটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান অভিযোগ করেন যে প্রিন্সিপালের অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষয়িত্রী ঢাকার ডিসি'র সঙ্গে যোগসাজশ করে একটি এডহক কমিটি গঠনের চেষ্টা করেন। স্কুলের স্বার্থের পরিপন্থী এই তৎপরতার জন্যে সোসাইটি প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ৩ই জানুয়ারী সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করে বলে তারা উল্লেখ করেন। তারা আরো অভিযোগ করেন যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বরখাস্তের চিঠি গ্রহণ না করে বেআইনীভাবে স্কুলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

তারা দাবী করেন যে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল সোসাইটির মনোনীত এডহক কমিটিকে শিক্ষা বোর্ড স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিছুসংখ্যক ছাত্রকে হট্টগোল সৃষ্টির জন্যে উস্কে দেন বলে তারা অভিযোগ করেন। প্রিন্সিপাল আর বি সাহা এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলের বাংলা মিডিয়ামের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি স্কুল সোসাইটি চুক্তির ভিত্তিতে পুনরায় তাকে বাংলা মিডিয়ামের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেছে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস লুৎফা চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তাকে বরখাস্ত করার কোন এখতিয়ার সোসাইটির নেই। স্কুলটি গত নবেম্বরে হাইস্কুল হিসেবে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে। আইন অনুযায়ী এডহক কমিটি গঠনের সুপারিশ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বোর্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তার দৈনন্দিন স্কুল পরিচালনার কাজে সোসাইটি এবং আর বি সাহা বাধা সৃষ্টি করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান যে সোসাইটির সঙ্গে স্কুলের কোন সম্পর্ক নেই।

এব্যাপারে ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি এডহক কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্যে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অন্য কোন কমিটির বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার খবর তার জানা নেই।

স্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার শ্রী তপন পাল, হিসাবরক্ষক শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র গোপ এবং অন্য এক-জন কর্মচারী শ্রী রসময় সরকার অভিযোগ করেন, প্রিন্সিপাল শ্রী সাহা প্রায়ই তাদের হুমকি দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলটিতে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চলছে। কয়েকবার এব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তও হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী এই স্কুলটিতে পড়ে। এই কোন্দলে এদের পড়াশোনায় দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। গতকালের হট্টগোলের ফলে অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।